আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভীক সেনানী

ইহসান ইলাহী যহীর

নূরুল ইসলাম

সম্পাদনায়

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

আহলেহাদীছ আন্দোলনের জ্বলন্ত প্রতিভা বন্ধুবর ইহসান ইলাহী যহীর (১৯৪৫-৮৭)-কে নিয়ে তার মৃত্যুর পরে লিখতে হবে ভাবিনি। তবুও তাক্বদীরের লিখন খণ্ডাবার নয়। কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছি এই ভেবে যে, তার কীর্তিগাথা বাংলাভাষীদের কাছে তুলে ধরার সূচনা আল্লাহ আমাদের দ্বারা করালেন। স্নেহাস্পদ ছাত্র ও গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম একাজে এগিয়ে আসায় এটি সম্ভব হয়েছে। এজন্য তাকে দো'আ রইল। বইটি তিনি হাদীছ ফাউণ্ডেশন-কে দান করেছেন। এজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। এটি যেন তার জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়, সেই দো'আ করি। ইতিপূর্বে লেখাটি মাসিক **আত-তাহরীক**-এর ১৪ বর্ষ ৮, ১০-১২ ও ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যায় (মে, জুলাই-অক্টোবর ২০১১) প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ কর্ম খুবই কঠিন কাজ। নবীনদের আমরা এ ময়দানে উৎসাহিত করছি। সাথে সাথে যাতে সেটি মান সম্পন্ন হয়, সেজন্য 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' থেকে প্রকাশিত হওয়ার আগে যেকোন বই পরিচালক কর্তৃক সম্পাদিত হয়। সেমতে এ বইটিও আমরা সম্পাদনা করেছি। যেমন ইতিপূর্বে কাবীরুল ইসলামের বই ও অন্যান্য বইসমূহ সম্পাদনা করেছি। উদ্দেশ্য, যাতে তারা যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠেন। আমাদের এরাদা রয়েছে ইহসান ইলাহী যহীরের সব বই বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার। সেটা সম্ভব হ'লে শী'আ, কাদিয়ানী, বাহাঈ ও সুন্নী নামধারী বাতিল ফেরক্বাগুলির নষ্ট আক্বীদা ও আমল সম্পর্কে এদেশের পাঠক সমাজ দলীল সহকারে অবহিত হ'তে পারবেন এবং তাদের থেকে সাবধান হবেন।

আরবী, উর্দূ ও ফার্সী থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে আরবী, উর্দূ বা ইংরেজীতে অনুবাদে আগ্রহী তরুণদের ও দক্ষ অনুবাদকদের আমরা আহ্বান জানাচ্ছি সংস্কারধর্মী প্রকাশনায় হাদীছ ফাউণ্ডেশনকে সহায়তা করার জন্য। যাদেরকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন তারা যেন গবেষণা বিভাগকে সমৃদ্ধ করার জন্য উদার হস্তে এগিয়ে আসেন। এমনভাবে যেন তাদের ডান হাতের দান বাম হাতে জানতে না পারে। যাতে তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশের ছায়ায় আশ্রয় লাভকারী সাত শ্রেণীর মুমিনের অন্যতম শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন। কারণ হাদীছ ফাউণ্ডেশনের প্রতিটি প্রকাশনাই ছাদাক্বায়ে জারিয়ার সর্বোত্তম ক্ষেত্র। আল্লাহ তাঁর দ্বীনের স্বার্থে আমাদের সকলের শুভ প্রচেষ্টাসমূহ কবুল করুন- আমীন!

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
পরিচালক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র (المحتويات)

প্রকাশকের নিবেদন	৩
ভূমিকা	৭
জন্ম	৭
পরিবার পরিচিতি	৮
শিক্ষাজীবন	৮
ছয় বিষয়ে এম.এ ডিগ্রী অর্জন	১০
মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি	১১
ফারেগ হওয়ার পূর্বেই মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট লাভ	১৩
কুয়েতের এক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখন : সাহিত্য পুরস্কার লাভ	১৪
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার প্রস্তাব	১৫
সাংবাদিকতা ও প্রবন্ধ লিখন	১৫
বাগ্মী হিসাবে আল্লামা যহীর	১৬
মুবাল্লিগ হিসাবে যহীর	২৩
রাজনীতির ময়দানে যহীর	২৪
একটি মিথ্যা হত্যা মামলা	২৫
তাহরীকে ইস্তেকলাল পার্টিতে যোগদান	২৬
রাজনীতিতে যোগ দেয়ার কারণ	২৮
আহলেহাদীছ আন্দোলনে অবদান	৩০
ধর্মতাত্ত্বিক হিসাবে যহীর	৩৭
রক্তস্নাত লাহোর ট্র্যাজেডি	৫০
উন্নত চিকিৎসার জন্য সঊদী আরব যাত্রা	৫২
শাহাদাত লাভ	৫২
মদীনায় দাফন	৫২

Contents

ঘাতক কে?	৫৩
সন্তান-সন্ততি	৫৫
গ্রন্থাবলী	৫৬
বিশ্বব্যাপী তাঁর বইয়ের গ্রহণযোগ্যতা	৬১
আল্লামা যহীরের জীবনের ছিটেফোঁটা	৬৩
দুরন্ত সাহস	৬৩
বাদশাহ ফয়ছালের সামনে আরবীতে বক্তৃতা প্রদান	৬৫
সিউলের চাবি যহীরের হাতে	৬৫
গাড়িতে কুরআন তেলাওয়াত	৬৬
বাগে আনতে শী'আদের নানান প্রচেষ্টা	৬৬
লাহোর ট্র্যাজেডির একদিন পূর্বে সংলাপ	৬৯
অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রী	৬৯
অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও দামী পোষাক পরিধান	৬৯
পিতা-মাতার সেবা ও আনুগত্য	৭০
ইবাদত-বন্দেগী	৭১
চরিত্র-মাধুর্য	৭১
চিন্তাধারা	৭২
ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আল্লামা যহীর	৭৩
উপসংহার	৮০

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) পাকিস্তানের একজন খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভীক মর্দে মুজাহিদ ছিলেন। 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানে'র সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল বিশ্ববরেণ্য এই ব্যক্তিত্ব একাধারে অনলবর্ষী বাগ্মী, সমাজ সংস্কারক, সংগঠক, কলমসৈনিক, শিকড় সন্ধানী গবেষক, ধর্মতাত্ত্বিক ও স্পষ্টবাদী রাজনীতিবিদ ছিলেন। পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে আহলেহাদীছ যুবকদের মাঝে ইসলামের রূহ সঞ্চারে তাঁর আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা ছিল অতুলনীয়। কাদিয়ানী, শী'আ, ব্রেলভী, বাহাইয়া, বাবিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত ফিরকার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ছিল 'নীরব টাইমবোমা' সদৃশ। শাহাদতপিয়াসী আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই নওজোয়ান সিপাহসালার ১৯৮৭ সালে লাহোরে এক বিশাল ইসলামী জালসায় বক্তৃতারত অবস্থায় বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়ে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন। পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনে গতিসঞ্চারকারী এই মনীষীর জীবন ও কর্ম আমাদের প্রেরণার উৎস।

জন্ম :

১৯৪৫ সালের ৩১শে মে বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত শিয়ালকোটের* আহমদপুরা মহল্লায় এক ধার্মিক ব্যবসায়ী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভাই-বোনের মধ্যে তিনি সবার বড় ছিলেন। তাঁর পিতা হাজী যহূর ইলাহী মুত্তাক্বী-পরহেযগার ও তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন।[১] তাঁর মাতা (মৃঃ ১৪১৭ হিঃ) পিতার চেয়েও পরহেযগার ছিলেন। তিনি অত্যধিক নফল ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত ও আল্লাহ্র পথে খরচে উদারহস্ত ছিলেন। যহীরের

* পাঞ্জাব প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত শিয়ালকোট পাকিস্তানের একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শহর। মহাকবি আল্লামা ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮), পঞ্চাশের অধিক বুখারীর দরস প্রদানকারী শায়খুল হাদীছ হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী (১৮৯৭-১৯৮৫), 'তারীখে আহলেহাদীছ' গ্রন্থের রচয়িতা মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী (মৃঃ ১৩৭৬ হিঃ) প্রমুখ এখানকার কৃতী সন্তান।

১. মিয়াঁ মুহাম্মাদ ইউসুফ সাজ্জাদ, 'ইয়াদ্ কী বারাত', মুমতায ডাইজেস্ট, লাহোর, পাকিস্তান, ইহসান ইলাহী যহীর ও তাঁর শহীদ সাথীবর্গের স্মরণে বিশেষ সংখ্যা-২, অক্টোবর '৮৭, পৃঃ ১১৬।

ভাই আবেদ ইলাহী বলেন, পিতা তাঁদের মায়ের ইবাদত-বন্দেগী দেখে বিস্মিত হয়ে কখনো কখনো মাকে বলতেন, 'আমি যখনই তোমার কাছে আসি তখনই দেখি তুমি ছালাতে রত আছ'।[২] তাঁর বংশপরিক্রমা হল- ইহসান ইলাহী যহীর বিন যহূর ইলাহী বিন আহমাদুদ্দীন বিন নিযামুদ্দীন বিন আলতাফ।[৩]

পরিবার পরিচিতি :

ইহসান ইলাহী যহীরের পরিবার কাপড়ের ব্যবসায় খ্যাতি লাভ করেছিল। তাঁর পূর্বপুরুষ থেকে এ ব্যবসা খান্দানী ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল। এ পরিবারের অধিকাংশ সদস্য উক্ত পেশাতেই জড়িত ছিল। ধার্মিকতা ও সম্পদ দু'দিক থেকেই এ পরিবার ছিল ঐশ্বর্যমণ্ডিত। যহীরের বাবা আমানতদার ব্যবসায়ী ছিলেন। আহলেহাদীছ আলেমগণের সাথে তাঁর উঠাবসা ছিল। তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটীর দরসে বসতেন। তাছাড়া তিনি মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭ হিঃ), শায়খুল হাদীছ মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী, মাওলানা দাঊদ গযনবী (মৃঃ ১৯৬৩), মাওলানা আব্দুল্লাহ রৌপড়ী (১৩০৪-১৩৮৪ হিঃ/১৯৬৪ খ্রিঃ) প্রমুখের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। যহীরের পরদাদা নিযামুদ্দীন তাঁর চাচাতো ভাই মিয়াঁ মুহাম্মাদ রামাযানের পরামর্শে আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণ করেন। সেই থেকে এ পরিবার আহলেহাদীছ পরিবার হিসাবে খ্যাত।[৪]

শিক্ষাজীবন :

ইহসান ইলাহী যহীর দ্বীনী পরিবেশে ও আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যে প্রতিপালিত হন। পরিবারেই তাঁর শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। বাল্যকাল থেকেই তিনি জামা'আতে ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর পিতা হাজী যহূর ইলাহী সন্ত

২. ড. আলী বিন মূসা আয-যাহরানী, শায়খ ইহসান ইলাহী যহীর (রিয়ায : দারুল মুসলিম, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হিঃ/২০০৪ খ্রিঃ), পৃঃ ৪৪-৪৫।

৩. ইবরাহীম বিন আব্দুল্লাহ আল-হাযিমী, মাওসূ'আতু আ'লামিল কারনির রাবি' আশার ওয়াল খামিস আশার আল-হিজরী ফিল 'আলামিল আরাবী ওয়াল ইসলামী (রিয়াদ : দারুশ শরীফ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হিঃ) ১/২০৯ পৃঃ; মুহাম্মাদ খায়ের রামাযান ইউসুফ, তাতিম্মাতুল আ'লাম (বৈরূত : দারু ইবনি হাযম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হিঃ) ১/২৩ পৃঃ।

৪. ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫, ৩৮-৪২।

ানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে খুবই সজাগ ও সচেতন ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাঁর সব ছেলে 'দাঈ ইলাল্লাহ' (আল্লাহ্র পথের দাঈ) হৌক। বড় ছেলে হিসাবে যহীরের প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, আয়-উপার্জনের চিন্তা বাদ দিয়ে যহীর একনিষ্ঠভাবে জ্ঞান অর্জন করুক।[৫] যহীর বলেন, وحثنى والدى بأن أكون طالب علم فقط وأوقفني في سبيل الله. طالبي على الاتجاه إلى الـــدعوة إلي الله– 'আমার পিতা চেয়েছিলেন, আমি যেন শুধু তালেবে ইলম (জ্ঞানান্বেষী) হই। তিনি আমাকে আল্লাহ্র পথে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র পথে দাওয়াতে মনোনিবেশ করার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন'।[৬]

প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য তাঁকে দাহারওয়াল গ্রামের এম.বি প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করা হয়। সেখানে পাঠ শেষে উঁচী মসজিদ বাজার পানসারিয়াতে কুরআন মাজীদ হিফয করার জন্য ভর্তি করা হয়। যহীর অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় মাত্র দেড় বছরে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন।[৭] মাহবূব জাবেদকে দেয়া জীবনের সর্বশেষ সাক্ষাৎকারে নিজের বাল্যজীবন সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি শিয়ালকোটের এক ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার পিতা যহূর ইলাহী ছালাত-ছিয়ামে অভ্যস্ত এবং ইসলামের প্রতি দারুন অনুরাগী ছিলেন। তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম শিয়ালকোটির অত্যন্ত আস্থাভাজন ও ভক্ত ছিলেন। এজন্য তিনি বাল্যকালেই আমাকে কুরআনের হাফেয বানানো এবং ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমি যখন প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, তখন আমার আব্বা আমাকে কোন (মাধ্যমিক) স্কুলে ভর্তি না করে হিফয খানায় ভর্তি করেন। ঐ সময় আমার বয়স ছিল সাড়ে সাত বছর। আলহামদুল্লিাহ, আমি নয় বছর বয়সে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করি এবং হিফয শেষে রামাযান মাসে তারাবীহ্র ছালাত পড়াতে শুরু করি'।[৮]

---

৫. ঐ, পৃঃ ৩৯, ৪৭।

৬. 'আল-মাজাল্লাহ আল-আরাবিয়াহ', সংখ্যা ৮৭, বর্ষ ৮ম, রবীউল আখের ১৪০৫ হিঃ, ৯০ পৃঃ।

৭. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৬।

৮. আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর সে আখেরী ইন্টারভিউ, সাক্ষাৎকার গ্রহণে : মাহবূব জাবেদ, মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, সেপ্টেম্বর '৮৭, পৃঃ ৪২।

হিফয সম্পন্ন করার পর তাঁকে শিয়ালকোটের 'দারুল উলূম শিহাবিয়াহ' মাদরাসায় ভর্তি করা হয়। এখানে তিনি মাধ্যমিক স্তর শেষ করেন। এরপর শিয়ালকোট থেকে ৪০ কিঃ মিঃ দূরে গুজরানওয়ালার বিখ্যাত মাদরাসা 'জামে'আ ইসলামিয়া'য় ভর্তি হন। এখানে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ, পঞ্চাশের অধিকবার বুখারীর দরস প্রদানকারী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, 'পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর আমীর আল্লামা হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর (১৮৯৭-১৯৮৫) কাছে হাদীছের দরস গ্রহণ করেন।[৯] হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী শুধু জমঈয়তে আহলেহাদীছের আমীরই ছিলেন না; বরং তিনি এ সম্মানও অর্জন করেছিলেন যে, পাক-ভারতের অধিকাংশ আহলেহাদীছ আলেম সরাসরি বা কোন না কোন মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে হাদীছের পাঠ গ্রহণ করেছেন। মাওলানা গোন্দলবীর কাছে হাদীছের গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের পর কিছুদিন জামে'আ সালাফিইয়াহ ফয়ছালাবাদেও ছিলাম। বিশেষ করে আমি ওখানে মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফুল্লাহ্র কাছে মা'কূলাতের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করি। মাওলানা শরীফুল্লাহ দিল্লীর ফতেহপুর সিক্রি থেকে হিজরত করে ফয়ছালাবাদে এসেছিলেন এবং মা'কূলাতের বিষয়াবলী পড়ানোতে তাঁর পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি তাঁর কাছে দর্শন ও মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) পড়েছি এবং এই দুই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছি। ১৯৬০ সালে আমি শুধু ফারেগ হয়েছিলাম তাই নয়; বরং পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী সাহিত্যে বি.এ (অনার্স) ডিগ্রীও অর্জন করেছিলাম'।[১০]

ছয় বিষয়ে এম.এ ডিগ্রী অর্জন :

বাল্যকাল থেকেই আল্লামা যহীর তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। মাদরাসায় শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি তিনি ১৯৬০ সালে ফার্সী, ১৯৬১ সালে উর্দূ এবং ১৯৬২ সালে আরবী সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি দর্শন, ইসলামিক স্টাডিজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। তাছাড়া করাচী ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি ডিগ্রিও অর্জন করেন। এভাবে একজন মাদরাসাপড়ুয়া হয়েও ছয়টি বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি লাভের অসাধারণ কৃতিত্বের

৯. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৬।
১০. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪২-৪৩।

অধিকারী হন।[১১] আল্লামা যহীর বলেন, 'আমি এই মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছি যে, অল্প সময়ের ব্যবধানে এখন আমার নিকট ৬টি বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি আছে এবং আমি এল.এল.বিও করে রেখেছি। দ্বীনী জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি আমি মসজিদ ও মাদরাসায় চাটাইয়ে বসে এসব ডিগ্রি অর্জন করেছি'।[১২]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি : জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন

ইহসান ইলাহী যহীর ১৯৬০ সালে জামে'আ সালাফিইয়াহ (লায়ালপুর, ফয়ছালাবাদ, পাকিস্তান) থেকে ফারেগ হওয়ার পর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদগ্র বাসনায় পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের উৎসাহে ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় পাকিস্তানী ছাত্র হিসাবে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া প্রথম পাকিস্তানী ছাত্র ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফ আশরাফ। যিনি পরবর্তীতে ওখানকার শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। এখানে ভর্তি হওয়ার পর তিনি আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য আরব ছাত্রদের সাথে থাকতেন ও তাদের সাথে বেশী বেশী মিশতেন। এর ফলে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে যহীর আরবীতে কথা বলা, বক্তব্য দেয়া ও লেখার যোগ্যতা অর্জন করেন।[১৩] যহীর বলেন, 'মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে আমি আরবী বলার দক্ষতা অর্জন করি। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমিই একমাত্র অনারব ছাত্র ছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরব ছাত্রদের সাথে কোন প্রকার ইতস্ততঃ ছাড়াই আরবী বলত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আরব ছাত্র একথা বলতে পারত না যে, সে আমার চেয়ে ভাল আরবী বুঝতে বা বলতে পারে। আমার প্রচুর আরবী কবিতা মুখস্থ ছিল এবং আমি কুরআন মাজীদের হাফেযও ছিলাম। এজন্য আরবী ভাষায় খুব সুন্দরভাবে কথা বলতে পারতাম'।[১৪]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যেসব শিক্ষকের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন- বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিছ,

---

১১. মুহাম্মাদ আসলাম তাহের মুহাম্মাদী, 'আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর শহীদ : এক হামাপাহ্লু শাখছিয়াত', মাসিক শাহাদত (উর্দূ), ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৩, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৬, ১১৮, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৩।

১২. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৩।

১৩. মুহাম্মাদ খালেদ সাইফ, 'মাতায়ে দ্বীন ও দানেশ জো লুট গায়ী', মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১২৭; শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২; ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫।

১৪. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৩।

মুহাক্কিক্ব শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯), সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী, বিশ্ববিখ্যাত সালাফী বিদ্বান শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হিঃ/১৯৯৯), তাফসীর 'আযওয়াউল বায়ান' এর রচয়িতা শায়খ মুহাম্মাদ আমীন আশ-শানক্বীতী (১৩২০-১৩৯৩ হিঃ), শায়খ আব্দুল কাদের শায়বাতুল হামদ মিসরী (জন্ম : ১৩৪০ হিঃ), শায়খ আতিয়াহ মুহাম্মাদ সালিম (১৩৪৬-১৪২০ হিঃ), শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শায়খ মুহাম্মাদ মুনতাছির কাত্তানী (১৩৩২-১৪১৯ হিঃ), শায়খ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনছারী (১৩৪৪-১৪১৮ হিঃ), শায়খ আবূ বকর আল-জাযায়েরী (জন্ম : ১৯২১), ড. মুহাম্মাদ সুলায়মান আল-আশক্বার, শায়খ মুহাম্মাদ শুক্বরাহ, আব্দুল গাফফার হাসান রহমানী (১৯১৩-২০০৭ খ্রিঃ) প্রমুখ।[১৫]

যহীরের বন্ধু ড. লোকমান সালাফী বলেন, 'তিনি ক্লাস থেকে বের হয়ে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-কে অনুসরণ করতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কঙ্করের উপর তাঁর সামনে বসে হাদীছ, উছূলে হাদীছ (হাদীছের মূলনীতি শাস্ত্র), হাদীছের বর্ণনাকারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং অনেক বিষয় তাঁর সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। দরাযদিল শায়খ আলবানীও যহীরের কথা শুনতেন এবং তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতেন।[১৬]

১৯৬৭ সালে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদ থেকে গ্রাজুয়েশন সমাপ্ত করেন। ফাইনাল পরীক্ষায় ৯২ দশমিক ৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে ৯২টি দেশের ছাত্রদের মাঝে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।[১৭]

---

১৫. মুহাম্মাদ বাইয়ূমী, আল-ইমাম আল-আলবানী (কায়রো : দারুল গাদ আল-জাদীদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হিঃ/২০০৬), পৃঃ ১৪৩; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৭; ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২-১২২; মাসিক 'ছাওতুল উম্মাহ' (আরবী), বেনারস : জামে'আ সালাফিয়া, জানুয়ারী ২০১৩, পৃঃ ৫০।

১৬. 'আল-ইস্তিজাবাহ', সংখ্যা ১১, যুলক্বা'দাহ ১৪০৭ হিঃ, পৃঃ ৩৩।

১৭. শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৮, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৫, ১২৭।

কোন কোন শিক্ষক বিদ্যাবত্তায় তাঁর চেয়ে কম হলেও তিনি তাঁদের সামনে ভদ্র ও অনুগত ছাত্রের মতো বসতেন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে শ্রদ্ধা করতেন। শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন আলেমদের পদাংক অনুসরণ করে আরবী ব্যাকরণের আলফিয়া ইবনে মালেক, শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর আল-ফাওযুল কাবীর, ইবনু হাজার আসক্বালানীর নুখবাতুল ফিকার ফী মুছত্বালাহি আহলিল আছার, তালখীছুল মিফতাহ প্রভৃতি গ্রন্থের মতন (Text) মুখস্থ করেছিলেন। অসংখ্য হাদীছ এবং আরবী, ফার্সী ও উর্দূ কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিল।[১৮]

ফারেগ হওয়ার পূর্বেই মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট লাভ : একটি বিস্ময়কর ঘটনা

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আল্লামা যহীর 'আল-কাদিয়ানিয়াহ : দিরাসাত ওয়া তাহলীল' (القاديانية دراسات وتحليل) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মূলত এগুলি ছিল তাঁর ঐসব লেকচারের সমাহার, যেগুলি তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সামনে প্রদান করতেন। কারণ তখন কাদিয়ানীদের ব্যাপারে আরব শিক্ষকদের জ্ঞান ছিল একেবারেই সীমিত। সেজন্য তিনি ধর্মতত্ত্ব ক্লাসে ছাত্রদেরকে এ বিষয়ে লেকচার প্রদান করতেন এবং এগুলি সমৃদ্ধাকারে আরবী পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করতেন।

উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশের সময় প্রকাশক যহীরকে বলেন, যদি লেখকের পরিচয়ে 'মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র'র (طالب الجامعة الإسلامية بالمدينة) পরিবর্তে 'মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ' (خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) লেখা হয়, তাহ'লে এ বইয়ের গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাবে। যহীর বলেন, 'আমি প্রকাশকের এই আগ্রহের কথা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (তৎকালীন) ভাইস চ্যান্সেলর শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায-এর কাছে ব্যক্ত করলাম। উনি বিষয়টি ইউনিভার্সিটির গভর্ণিং বডির কাছে উপস্থাপন করলে আমার বইয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে

১৮. ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৭-৮৮।

গভর্ণিং বডি এই সিদ্ধান্ত নেন যে, আমার বইয়ে আমার নামের সাথে 'মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ' লেখার অনুমতি দেয়া যায় এবং আমাকে এই অনুমতি প্রদানও করা হ'ল। আমার প্রথম গৌরব এটা ছিল যে, আমি আমার ক্লাসে শিক্ষকদের পরিবর্তে ছাত্রদেরকে কাদিয়ানী মতবাদের উপর লেকচার প্রদান করেছি এবং আমার এই লেকচারসমগ্র বই আকারে আমার ছাত্র জীবনেই প্রকাশিত হয়েছে। আর আমার দ্বিতীয় গৌরব এটা ছিল যে, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উঁচু মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই আমাকে 'ফারেগ' সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছিল। আমার স্মরণ আছে, যখন আমাকে এই সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছিল তখন আমি ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়কে একদিন রসিকতা করে বলেছিলাম, 'মাননীয় শায়খ! যদি আমি ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করি তাহলে এই সার্টিফিকেটের কী হবে'? ভাইস চ্যান্সেলর মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'যদি ইহসান ইলাহী যহীর ফেল করে তাহ'লে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ই বন্ধ করে দিব'। মূলত এটা আমার যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর আস্থার বহিঃপ্রকাশ ছিল এবং নিজেকে আমি এই আস্থার যোগ্য প্রমাণ করতে কখনো কার্পণ্য করিনি'।[১৯]

কুয়েতের এক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখন : সাহিত্য পুরস্কার লাভ

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি আরবী পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ 'আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা' গ্রন্থের লেখক মোস্তফা আস-সিবাঈ (১৩৩৩-১৩৮৪ হিঃ) সম্পাদিত সিরিয়ার দামেশক থেকে প্রকাশিত উঁচু মানের আরবী পত্রিকা 'হাযারাতুল ইসলামে' কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[২০] এ পত্রিকায় বড় বড় লেখক ও আলেমগণ লিখতেন। লেখনীর বলিষ্ঠতার কারণে ছাত্র হলেও তাঁর লেখা উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ত। এমনকি এ সময় তিনি একটি আরবী পত্রিকাও বের করেন। তিনি কুয়েতের একটি বহুল প্রচারিত আরবী পত্রিকায় ১৯৬৫ সালে ধর্মতত্ত্বের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখে সাহিত্যাঙ্গনে হৈচৈ

১৯. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৪-৪৫।
২০. ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯।

ফেলে দেন। পরবর্তীতে একই প্রবন্ধ অন্যান্য পত্রিকাও লুফে নেয়। ঐ প্রবন্ধের জন্য তিনি বিশেষ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন।[২১]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার প্রস্তাব :

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁর প্রতিভার দ্যুতি ওখানকার আলেমগণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্য পাঠ চুকানো মাত্র সেখানে অধ্যাপনার জন্য তাঁর নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু তিনি সবিনয়ে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ না করার কারণ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'সম্ভবত আমার এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আমি দ্বীনের যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি এবং যা কিছু আমার কাছে আছে তা দিয়ে আমার দেশের সেবা করব। স্বদেশবাসীর কাছে আমার জ্ঞান পৌঁছাব। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং অপরিসীম দেশপ্রেমের কারণেই আমি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ না করে পাকিস্তানে চলে এসেছি। কুরআন মাজীদের হুকুমও এই যে, একদল লোক এমন থাকা চাই যারা জ্ঞান অর্জন করে নিজের জাতির কাছে ফিরে এসে নিজের অর্জিত জ্ঞান তাদের মাঝে বিতরণ করবে'। অন্য আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানে আমার ফিরে আসার একটা উদ্দেশ্য তো এটাও ছিল যে, আমি জমঈয়তে আহলেহাদীছকে সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করব। পাকিস্তানে আমার ফিরে আসার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা। কারণ পাকিস্তান ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল'।[২২]

সাংবাদিকতা ও প্রবন্ধ লিখন :

দেশে থাকা অবস্থাতেই তিনি বিভিন্ন উর্দূ পত্র-পত্রিকায় কাদিয়ানীদের সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ লিখেন।[২৩] দেশে ফিরে এসে তিনি 'চাটান', 'লায়েল ওয়া নাহার', 'আক্বদাম', 'কোহিস্তান' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে উর্দূতে প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। তিনি 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান'-এর মুখপত্র সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' এবং পরে

২১. শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৭।
২২. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৬।
২৩. ইহসান ইলাহী যহীর, আল-কাদিয়ানিয়্যাহ দিরাসাতুন ওয়া তাহলীল (রিয়াদ : কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ খৃঃ), পৃঃ ৯।

সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' ও 'আল-ইসলাম'-এর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানে'র মুখপত্র রূপে ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে 'তরজুমানুল হাদীছ' নামে একটি মাসিক উর্দূ পত্রিকাও বের করেন। এ পত্রিকার তিনি প্রধান সম্পাদক ছিলেন।[২৪] এ পত্রিকায় তিনি কাদিয়ানী, বাবিয়া, হাদীছ অস্বীকারকারী, পুঁজিবাদী বিভিন্ন ভ্রান্ত মতাদর্শের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার প্রবন্ধ লিখেন। মন্ত্রী ও গভর্ণরদের বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপেরও এতে সমালোচনা করেন। অধ্যাবধি পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। পাকিস্তানে কুরআন ও সুন্নাহ্র দাওয়াত প্রচারে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[২৫]

বাগ্মী হিসাবে যহীর :

বাল্যকাল থেকেই ইহসান ইলাহী যহীরের বক্তৃতার প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল। অনলবর্ষী বাগ্মী হওয়ার স্বপ্নের জাল তিনি আশৈশব বুনতেন। এক সাক্ষাৎকারে এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'বাল্যকাল থেকেই বক্তৃতার প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। আমার ফুফা প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী (রহঃ)-এর মাজলিসে আহরার-এর সদস্য এবং তার অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর বক্তৃতার কথা আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আলোচিত হ'ত এবং বাল্যকাল থেকেই আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছিল যে, আমিও বড় হয়ে বক্তা হব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর ব্যক্তিত্ব আমার জন্য অনুপ্রেরণা ছিল। আমি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে তারাবীহ্র ছালাত পড়াতে শুরু করি। এভাবে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের মাধ্যমে আমার আগ্রহ বাড়তে থাকে এবং বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে আমার বক্তৃতাশিল্পও সুদৃঢ় হ'তে থাকে'।[২৬]

---

২৪. আহমাদ শাকির, 'আল-ই'তিছাম কী চালীসবেঁ জিলদ কা আগায; মাযী আওর হাল কী মুখতাছার সারগুযাশত' (সম্পাদকীয়), সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম', বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১-২, ১-৮ জানুয়ারী ১৯৮৮, লাহোর, পাকিস্তান, পৃঃ ৪; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৮-১৯; বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৫, ১১৮; শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২।

২৫. ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩২-৩৩।

২৬. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৩।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন ১৯৬৬ সালে আরব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাঝে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন। ফলে হজ্জের সময় মক্কায় হাজীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে দায়িত্ব প্রদান করে। তিনি প্রথমে উর্দূতে বক্তৃতা দিতেন। তারপর আরবীতে অনুবাদ করতেন।[২৭]

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে হজ্জের সময় ভারতীয় ও পাকিস্তানী হাজীদেরকে হজ্জের মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করার জন্য মসজিদে নববীতে যহীরের জন্য 'বাবুস সঊদ' (সঊদ দরজা) নির্দিষ্ট ছিল। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে উর্দূতে বক্তৃতা দিতেন। একদিন মসজিদে নববীতে প্রচুর লোক সমাগম হয়। তিনি তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে বক্তৃতা দেয়া শুরু করার পর লক্ষ্য করেন যে, চতুস্পার্শ্বে ভারতীয় ও পাকিস্তানী হাজীরা ছাড়াও বহু সংখ্যক আরব হাজী অবস্থান করছেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে আরবীতে বক্তব্য দেয়া শুরু করেন। প্রথমে সামান্য বাধো বাধো ভাব হ'লেও দ্রুত তা দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করেন যে, তিনি আরবী ভাষায় বক্তব্য দিতে সক্ষম। এরপর থেকে প্রত্যেক বছর হজ্জের মওসুমে সেখানে আরবীতে বক্তৃতা দিতেন।[২৮]

১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের সময় মসজিদে নববীতে ইহূদীদের আক্রমণের আশংকায় মসজিদের বাতিগুলি বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন আল্লামা যহীরের তেজোদীপ্ত ঈমান তাঁর বাগ্মীসত্তাকে জাগিয়ে তুলে। ফলে তিনি সেখানে উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে জিহাদের উপর অগ্নিঝরা বক্তৃতায় বলেন, 'পৃথিবী সবসময় মদীনায় আগন্তুক কাফেলাগুলির পদভারে মুখরিত হওয়ার খবর শুনত। আর আজ আমরা মদীনার রাস্তাঘাটে ইহূদীদের আক্রমণের খবর শুনছি'। একথা বলার সাথে সাথে উপস্থিত যুবক ও বৃদ্ধদের 'আল-জিহাদ' 'আল-জিহাদ' শ্লোগানে মসজিদে নববী প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। গোটা মদীনায় যেন প্রতিশোধের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়।[২৯] সে সময় মসজিদে

২৭. ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৪।
২৮. ঐ, পৃঃ ৪৩-৪৪।
২৯. শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২-২৩।

নববী যিয়ারত করছিলেন আরব বিশ্বের খ্যাতিমান বাগ্মী মোস্তফা আস-সিবাঈ। তিনি শ্লোগান শুনে এগিয়ে গিয়ে যহীরের বক্তব্য শুনেন। বক্তৃতা শেষে যহীরকে ডেকে বলেন, তোমার নাম কি? তিনি বললেন, ইহসান ইলাহী যহীর। সিবাঈ বললেন, তুমিই আমার পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখ। তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। সিবাঈ বললেন, كنت أظن نفسي أخطب العرب ولكن حينما رأيتك اليوم وسمعتك عرفت أنك أخطب العرب 'আমি নিজেকে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলে মনে করতাম। কিন্তু আজ তোমাকে দেখে ও তোমার বক্তব্য শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে, তুমিই আরবের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী'।[৩০]

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তাঁর বিদ্যাবত্তা ও বক্তৃতার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে পড়াশুনা শেষ করে দেশে আসার পর তিনি ১৯৬৮ সালে লাহোরের 'প্রাচীন ও প্রথম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ' বলে কথিত[৩১] চীনাওয়ালী মসজিদের খতীব নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর আগুনঝরা জুম'আর খুৎবা শোনার জন্য লাহোরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এ মসজিদে লোকজনের ঢল নামত।[৩২] এখানে খুৎবা প্রদানের ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ তিনি এখানে খুৎবা প্রদান করেন। যার সুযোগ তিনি খুব কমই হাতছাড়া করতেন।[৩৩]

ছাত্রজীবন থেকেই আল্লামা যহীর বক্তব্য দেয়া শুরু করলেও চীনাওয়ালী মসজিদের খতীব নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই মূলত তাঁর নিয়মতান্ত্রিক বক্তৃতার নবযাত্রা শুরু হয়। মাতৃভাষা পাঞ্জাবী হ'লেও তিনি সবসময় উর্দূতে বক্তৃতা দিতেন। দেশের যে প্রান্তেই বক্তৃতা দিতে যেতেন সেখানেই প্রচুর লোক সমাগম হ'ত। শ্রোতা সংখ্যা লাখ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকত। মুক্বাল্লিদরাও তাঁর বক্তব্য শুনতে যেত। যেকোন বিষয়েই বক্তব্য দিয়ে বাজিমাত করতেন। অধিকাংশ মানুষ তাঁকে 'সুরেশে ছানী' (দ্বিতীয় সুরেশ) বলত। বক্তব্যের হক

৩০. ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৩।
৩১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন (পিএইচ.ডি থিসিস), পৃঃ ৩৮২।
৩২. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৮; শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২৩।
৩৩. ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৩।

তিনি যথাযথ আদায় করতেন। কুরআন ও হাদীছ থেকে দলীল এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উদাহরণ পেশ করতেন।[৩৪] উল্লেখ্য যে, আগা সুরেশ কাশ্মীরী (১৯১৭-১৯৭৫) উপমহাদেশের খ্যাতনামা বাগ্মী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন।[৩৫]

১৯৬৮ সালে আইয়ূব খানের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করার দুঃসাহস দেখাত না। করলেই জেলে পুরে নাস্তানুবাদ করা হ'ত। এমনই এক সন্ধিক্ষণে আল্লামা যহীর লাহোরে ঈদের মাঠে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, '১৯৬৮ সালের ঘটনা। আমি মূলতঃ চীনাওয়ালী মসজিদের খতীবের পদে আসীন ছিলাম। সেই সময় ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল। ইকবাল পার্কে- যাকে মিন্টু পার্কও বলা হয়, চীনাওয়ালী মসজিদের খতীব হিসাবে ঈদের জামা'আতে ইমামতি করার দায়িত্ব পেয়েছিলাম। মাওলানা দাঊদ গযনবীর সময় থেকেই ইকবাল পার্কের ঈদের জামা'আতকে লাহোরে 'ঈদে আযাদগাঁ' রূপে আখ্যায়িত করা হ'ত এবং এখানকার জামা'আত লাহোরের কয়েকটি বড় ঈদের জামা'আতের মধ্যে গণ্য হ'ত।

এ সময় ঈদের কয়েকদিন পূর্বে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আনওয়ার-এর উপরে পুলিশের উদ্ধত আচরণের ফলে লাহোর শহরে সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। লোকদের প্রত্যাশা ছিল, ঈদে আযাদগাঁর খুৎবায় আইয়ূব খানের সরকারকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হবে। এজন্য ঈদের পূর্বেই আমার কাছে প্রতিনিধি দল আসা শুরু হয়ে যায়। কিছু লোকের ধারণা ছিল, আমি রাজনীতিবিদ নই। সুতরাং আমি অনুমতি দিলে তারা ওখানকার খুৎবার জন্য এমন ব্যক্তিকে নিয়ে আসবেন, যিনি ঐ ঈদের

৩৪. প্রফেসর মুহাম্মাদ ইয়ামীন মুহাম্মাদী, 'ইসলাম কা বেবাক সিপাহী, বেমেছাল মুছান্নিফ ইহসান ইলাহী' মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১১৭।

৩৫. তিনি আতাউল্লাহ শাহ বুখারী এবং মাওলানা আবুল কালাম আযাদের রাজনৈতিক শিষ্য ছিলেন। তিনি খাঁটি তাওহীদপন্থী এবং শিরক ও বিদ'আতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তার উল্লেখ্যযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে ছিল (১) মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর জীবন ও চিন্তাধারা (২) মাওলানা আবুল কালাম আযাদের জীবন ও চিন্তাধারা (৩) তাহরীকে খতমে নবুঅত (৪) তাঁর প্রবন্ধ সংকলন 'মাযামীনে সুরেশ'।

জামা'আতের ইমামের মর্যাদা, ভাবমূর্তি ও সুনাম অক্ষুণ্ন রাখবেন। তখন আমি ঐ বন্ধুদের নিশ্চিন্ত থাকতে বলি। অতঃপর সেদিন ঈদের খুৎবায় আমি যে বক্তব্য দিয়েছিলাম তাকে আমার জীবনে প্রথম রাজনৈতিক বক্তব্যও বলা যেতে পারে। আমার ঐ বক্তব্যের প্রভাব এতই গভীর ছিল যে, (বক্তব্যের পর) অনেক মানুষ আবেগের আতিশয্যে নিজেদের জামা ছিঁড়ে ফেলেছিল। আমার স্মরণ আছে, আগা সুরেশ কাশ্মীরীও উক্ত ঈদের খুৎবার শ্রোতা ছিলেন। ঈদের ছালাতের পর আমাকে উনি মিয়াঁ আব্দুল আযীয বার এট ল-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলতে শুরু করেন, 'আমি নিজেই বক্তৃতা শিল্পে অনেক দক্ষতা রাখি। কিন্তু আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, ইহসান ইলাহী! যদি তুমি ভবিষ্যতে বক্তৃতা দেয়া ছেড়েও দাও তাহ'লে তোমার এই এক বক্তৃতার দ্বারাই তোমাকে পাক-ভারতের কতিপয় বড় বক্তাদের মাঝে গণ্য করা যেতে পারে'।[৩৬]

মিয়াঁ আব্দুল আযীয ঐ সময় বলেছিলেন, 'যদি পাক-ভারতের বাগ্মীদের উল্লেখযোগ্য বক্তব্যগুলোকে একত্রিত করা হয় তাহ'লে এই বক্তব্যই শীর্ষস্থানে থাকবে'।[৩৭]

১৯৮৭ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার এশার ছালাতের পর শিয়ালকোটের ইকবাল রোডে অবস্থিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ষষ্ঠ কুরআন ও হাদীছ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে আল্লামা যহীর তাওহীদের উপর এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। মাসূনন খুৎবা পাঠের পর কুরআন মাজীদের সূরা আ'রাফের ১৫৮ আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের নিকট জীবিত ব্যক্তিদের ভয় করাও শিরক এবং মৃত ব্যক্তিদের ভয় করাও শিরক। আমরা তাওহীদের তত্ত্বাবধায়ক। আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেই ভয় করি না। আর যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীবের ভয় স্থান দেয়, তিনি তাকে সৃষ্টিজগতের ভয় থেকে মুক্ত করে দেন। এই শিক্ষাই আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দিয়েছেন'। তিনি আরও বলেন, 'শুনুন! তাওহীদের সবচেয়ে বড় উপকারিতা এই যে, তাওহীদী আক্বীদা পোষণের পর মানুষ গায়রুল্লাহ্র ভয়

৩৬. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫২।
৩৭. শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২৩।

থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়। এরপর সে আর কাউকে ভয় করে না। কারণ তাওহীদপন্থীর এ দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ 'তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন' *(আ'রাফ ৭/১৫৮)*। মরণও তাঁর আয়ত্ত্বাধীন এবং জীবনও তাঁর আয়ত্ত্বাধীন। তিনি ব্যতীত কেউ মারতে পারেন না, কেউ জীবিত করতেও পারে না। যার বিশ্বাস এরূপ হবে সমগ্র সৃষ্টিজগত তার কিছুই করতে পারবে না'। এরপর আহলেহাদীছদেরকে সম্বোধন করে তিনি দরদমাখা কণ্ঠে বলেন,

اهل حدیثو! اللہ کا تم پر انعام ہے کہ تم توحید والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو- تمہیں نہیں معلوم توحید کی قدر کیا ہے؟ توحید کی قدر کسی سے پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کو اللہ نے بعد میں ہدایت دی ہے-

'আহলেহাদীছগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ হ'ল তোমরা তাওহীদপন্থীদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছ। তাওহীদের মর্যাদা কি- তা তোমাদের জানা নেই? তাওহীদের মর্যাদা জানতে চাইলে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর যাকে আল্লাহ পরে হেদায়াত দান করেছেন'।

اولو گو! توحید کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو، جو شرک کی پستیوں سے نکل کر توحید کی بلندیوں پہ آئے- اھل حدیثو! کعبہ کے رب کی قسم، تم زندگی کی آخری لمحات تک اگر خدا کا شکر ادا کرتے رہو، تو اس کے کئے ہوئے انعام کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے تمہیں اپنی توحید کا علمبردار بنایا ہے-

'ওহে লোকসকল! তাওহীদের মর্যাদা জানতে চাইলে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর, যে শিরকের নীচুতা থেকে বের হয়ে তাওহীদের উচ্চতায় পৌঁছেছে। আহলেহাদীছগণ! কা'বার রবের কসম! তোমরা যদি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে থাক তাহ'লেও তাঁর কৃত (এই) অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করতে পারবে না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয়

তাওহীদের ধারক-বাহক বানিয়েছেন'। তিনি আরো বলেন, 'আজ আমাদের দেশ, জাতি ও জনগণের যত রোগ আছে সেগুলোর মূল হ'ল শিরক'।[৩৮]

আরবী ভাষাতেও আল্লামা যহীর চমৎকার বক্তৃতা দিতেন। যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। যখন তিনি এ ভাষাতে বক্তব্য দিতেন তখন মনে হ'ত এটা তাঁর মাতৃভাষা। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে তিনি আরবীতে বক্তৃতা দিয়েছেন। আরবী ভাষার বড় বড় পণ্ডিত তাঁর আরবী বক্তৃতা শুনে প্রভাবিত হয়েছে। একজন অনারবের মুখ থেকে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় বক্তৃতা শুনে তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে যেত। মোদ্দাকথা, তিনি আরবী ও উর্দূ উভয় ভাষায় প্রথম সারির বক্তা ছিলেন।[৩৯]

শায়খ আব্দুল আযীয আল-ক্বারী বলেন, وكان بالأردية خطيبا مؤثرا بارعـــا يهيج الجماهير. 'তিনি উর্দূতে প্রভাব বিস্তারকারী অসাধারণ বক্তা ছিলেন। তিনি জনগণকে আন্দোলিত করতেন'।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর শায়খ মুহাম্মাদ বিন নাছের আল-'আবূদী বলেন, كان خطيبا متفوقا قليل الـــنظير في فـــصاحته وخاصة باللغة العربيـــة 'তিনি শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন। শুদ্ধভাষিতায় বিশেষ করে আরবী ভাষায় তাঁর সমকক্ষ খুব কমই ছিল'।[৪০]

ড. লোকমান সালাফী বলেন, 'তিনি কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা করতেন। আর তাঁর হাতে থাকত কুরআন মাজীদ। তিনি সত্য প্রকাশ করতেন এবং নিরবচ্ছিন্ন ও অবিশ্রান্তভাবে বাতিলকে প্রতিরোধ করতেন। আর শ্রোতারা পিন-পতন-নীরবতার সাথে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করতো। তারা নড়াচড়া করত না এবং বিরক্তও হ'ত না। বরং আরো বেশিক্ষণ বক্তব্য দিতে বলত। এভাবে তিনি এক মসজিদ থেকে আরেক মসজিদ এবং এক স্টেজ থেকে আরেক

৩৮. হাফেয হাফীযুল্লাহ, 'শিয়ালকোট মেঁ শহীদে মিল্লাত হযরত আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর কা আখেরী ইয়াদগার খেতাব', মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ৩৮-৫২।
৩৯. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১২২, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১১৭-১৮।
৪০. ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৬।

স্টেজে ছুটে বেড়াতেন। যেন তিনি তাঁর সময়ে ইসলামের সবচেয়ে বড় মুখপাত্র এবং ইসলামের দুঃসাহসী প্রতিরক্ষক। ভীরুতা ও দুর্বলতা কী জিনিস তা তিনি জানতেন না'।[৪১]

তিনি 'খতীবে মিল্লাত' ও 'খতীবে কওম' রূপে সর্বমহলে বরিত হতেন। বিরোধী দলের অনেক লোকও বক্তব্য শেখার জন্য তাঁর কাছে আসত। পাকিস্তানীরা এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, তিনি ছিলেন পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী।[৪২]

মুবাল্লিগ হিসাবে যহীর :

আল্লামা যহীর একজন বড় মাপের মুবাল্লিগ ছিলেন। দ্বীনের তাবলীগের জন্য তিনি পাকিস্তানের শহর-নগর, গ্রাম-গঞ্জ সর্বত্র চষে বেড়িয়েছেন। কখনো কখনো এক রাত্রিতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লাহোর ও করাচীতে ৪টি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন ও জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করেছেন।[৪৩] হাযার হাযার মানুষ তাঁর বক্তব্য শুনে ইসলামের নিকটবর্তী হয়েছে। যারা বংশগতভাবে মুসলমান ছিল তারা আমলী মুসলমানে পরিণত হয়েছে। বহু লোক তাঁর বক্তব্য শুনে শিরক-বিদ'আত ছেড়ে তাওহীদের আলোকোজ্জ্বল পথে ফিরে এসেছে। বিশ্বের বিভিন্ন কনফারেন্সে তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। সঊদী আরব ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্র ছাড়াও তিনি বেলজিয়াম, হল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, স্পেন, ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ভিয়েনা, ঘানা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, হংকং, থাইল্যান্ড, আমেরিকা, চীন, ইরান, আফগানিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য তাবলীগী সফর করেছেন।[৪৪] তাঁর তাবলীগী সফর প্রায় দশ লক্ষ মাইল অতিক্রম করেছে।[৪৫]

---

৪১. 'আল-ইস্তিজাবা', সংখ্যা ১২, যুলহিজ্জাহ ১৪০৭ হিঃ, পৃঃ ৩৩-৩৪।
৪২. ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৩, ২১৫।
৪৩. ঐ, পৃঃ ২১৯।
৪৪. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১২০, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১১৮।

রাজনীতির ময়দানে যহীর :

১৯৬৮ সালে লাহোরে ঈদের মাঠে আইয়ূব খানের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ইহসান ইলাহী যহীর যে জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা তাঁকে রাজনীতিতে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি বলেন, 'ঈদের ছালাতের খুৎবায় আমি যে বক্তব্য প্রদান করি তাকে আমার প্রথম রাজনৈতিক ভাষণও বলা যেতে পারে'। তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বাগ্মী আগা সুরেশ কাশ্মীরী বলেছিলেন, 'তুমি যদি ভবিষ্যতে বক্তৃতা দেয়া ছেড়েও দাও তাহ'লে তোমার এই এক বক্তৃতার দ্বারাই তোমাকে পাক-ভারতের কতিপয় বড় বক্তাদের মাঝে গণ্য করা যেতে পারে'। আগা সুরেশ কাশ্মীরীর এই প্রশংসাসূচক মন্তব্য সম্পর্কে আল্লামা যহীর বলেন, 'আগা সুরেশ কাশ্মীরীর এই কথাগুলো আমার আগ্রহের পারদ বাড়িয়ে দেয় এবং আমার এই বক্তৃতা আমাকে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিচিত করে তুলে। অনেক দিন পর্যন্ত আমার এই বক্তব্যের গর্জন দেশময় শুনা গিয়েছিল। এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনিতে পুরা লাহোর শহর কেঁপে উঠেছিল। বস্তুতঃ আমার এই ভাষণ আমাকে রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ ময়দানে নিয়ে এসেছিল'।[৪৬] এভাবে আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনে তিনি শরীক হন। নওয়াবযাদা নাছরুল্লাহ খান আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে 'জমহূরী মাহায' নামে আন্দোলন জোরদার করলে আল্লামা যহীর তার সাথে যোগ দেন।[৪৭]

জেনারেল ইয়াহ্ইয়া খান, যুলফিকার আলী ভুট্টো (মৃঃ ১৯৭৯) ও যিয়াউল হকের (১৯২৪-৮৮) সময়ও তিনি রাজনীতিতে পুরাপুরি সক্রিয় ছিলেন। এসব স্বৈরশাসকদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তিনি সবসময়ই সোচ্চার ছিলেন। এজন্য তাঁকে জেলের ঘানিও টানতে হয়েছে। ভুট্টোর সময় তাঁর বিরুদ্ধে ৯৫টি রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়। যার মধ্যে হত্যা মামলাও ছিল।[৪৮] মাহবূব জাবেদকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'যদি আপনি যুলফিকার আলী ভুট্টোর শাসনামলে ইসলামী দলগুলির প্রতি দৃষ্টি দেন,

৪৫. ড. যাহরানী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২২।
৪৬. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, সেপ্টেম্বর '৮৭, পৃঃ ৫২।
৪৭. শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২৩।
৪৮. ঐ।

তাহ'লে সেগুলির মধ্যে জমঈয়তে আহলেহাদীছ এবং এর নওজোয়ান মুখপাত্র ইহসান ইলাহী যহীর-এর ভূমিকা যেকোন ইসলামী সংগঠন বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের তুলনায় কম কার্যকর দেখবেন না। যুলফিকার আলী ভুট্টোর সময় আমাকে জেল-যুলুমের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। ওলামায়ে কেরাম এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে আমিই বৃষ্টির প্রথম ফোঁটার ভূমিকা পালন করেছিলাম। আমাকে শারীরিকভাবে কষ্টও দেয়া হয়েছিল'।[৪৯]

উল্লেখ্য, জেল-যুলুমে নাস্তানাবুদ করেও বাগে আনতে না পেরে ভুট্টোর পক্ষ থেকে তাঁকে তাঁর পছন্দমত যেকোন আরব রাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আপোষহীন ইহসান ইলাহী যহীর সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[৫০]

একটি মিথ্যা হত্যা মামলা :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর একবার বুরেওয়ালায় বক্তব্য প্রদান করে ট্যাক্সিযোগে খানেওয়াল যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে একজন উকিল ও ছাত্রনেতা ছিল। নদীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ট্যাক্সি ড্রাইভারের তন্দ্রা আসলে ট্যাক্সি নদীতে পড়ে যায়। এতে তিনি ও তাঁর সাথীদ্বয় আহত হন। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভার ঘটনাস্থলেই মারা যায়। সে সময় পাঞ্জাবের গভর্ণর গোলাম মোস্তফা খার ট্যাক্সি ড্রাইভারকে 'পাকিস্তান পিপলস পার্টির' (পিপিপি) সদস্য বলে দাবী করেন এবং তাকে হত্যার জন্য যহীরকে দায়ী করে লাহোরে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা হত্যা মামলা দায়ের করেন। যহীর বলেন, 'পাঞ্জাবের শতবর্ষের পুরনো ইতিহাসে সম্ভবত এটাই প্রথম ঘটনা ছিল যে, খোদ পাঞ্জাবের গভর্ণর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন'। তিনি আরো বলেন, 'আমাকে রামাযান মাসে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কিছু খেতে দেয়া হয়নি। আমার ১০৪ ডিগ্রী জ্বর হয়েছিল এবং এই অবস্থায় যখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তখন গোলাম মোস্তফা খারের নির্দেশে শুধু হাসপাতালে পুলিশ প্রহরাই বসানো হয়নি; বরং আমার পায়ে বেড়ীও পরানো হয়েছিল'। এই মিথ্যা মামলায় যামিন নেয়ার জন্য সেশন কোর্ট, হাইকোর্ট

৪৯. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫২।
৫০. Dr. Ali bin Musa az-Zahrani, The Life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, p. 78.

থেকে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যেতে হয়েছিল।[৫১] জেলখানায় থাকা অবস্থায়ও তিনি কয়েদীদেরে মধ্যে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যান এবং অনেকেই তাঁর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়।[৫২]

তাহরীকে ইস্তেকলাল পার্টিতে[৫৩] যোগদান :

রাজনৈতিক তৎপরতা ও জ্বালাময়ী ভাষণের কারণে আল্লামা যহীর ভুট্টো সরকার বিশেষত পাঞ্জাবের তদানীন্তন গভর্ণর গোলাম মোস্তফা খার-এর কোপানলে পড়েন। পাকিস্তানের প্রায় সকল শহরেই তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়। একা তাঁর পক্ষে এ সকল মামলার মোকাবিলা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাঁর ভাষায়, 'মোকদ্দমাগুলো পরিচালনার জন্য প্রত্যেক শহরে উকিলের প্রয়োজন হ'ত। আমি চিন্তা করলাম, আমাকে কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করতে হবে। আমি এয়ার মার্শাল আছগর খানের ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলাম। আমি (১৯৭২ সালে) 'তাহরীকে ইস্তেকলাল' পার্টিতে যোগদান করি এবং আমাকে এ পার্টির কেন্দ্রীয় তথ্য সম্পাদক বানানো হয়। ১৯৭৭ সালের আন্দোলনের সময় আমি তাহরীকে ইস্তেকলাল-এর ভারপ্রাপ্ত প্রধানও ছিলাম'।

১৯৭৮ সালে নিম্নোক্ত কারণে তিনি এ দল ত্যাগ করেন। **এক-** উক্ত পার্টিতে যোগদানের পর আছগর খানের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও অদক্ষতা লক্ষ্য করেন। তিনি খেয়াল করেন যে, আছগর খান চামচা স্বভাবের লোকদের বেশী পসন্দ করেন। যারা তাঁর সব কথায় 'জো হুকুম' বলে কপট আনুগত্য প্রকাশ করে। এ ধরনের লোকদেরকেই তিনি দলের সক্রিয় (?) নেতা-কর্মী বলে মনে করতেন। **দুই-** উক্ত পার্টি ত্যাগ করার দ্বিতীয় কারণ ছিল মালেক উযীর

---

৫১. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫৩।

৫২. The Life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, p. 78.

৫৩. ১৯৭২ সালের ১লা মার্চ রাওয়ালপিণ্ডিতে এই পার্টির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। এয়ার মার্শাল আছগর খান এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে এটি 'গণঐক্য আন্দোলন' নামে পরিচিত ছিল। দ্রঃ Nadeem Shafiq Malik, The formation of the Tehrik-i-Istiqlal and the General Elections of 1970, Pakistan Journal of History and Culture, Vol. 13, No. 2, July-December 1992, National Institute of Historical and Cultural Research, Islamabad, Pakistan, p. 89-92.

আলী। যহীর বলেন, 'ইনি এক আজব কিসিমের লোক ছিলেন। যখনই দলের উপর কোন ঝক্কি-ঝামেলা আসত, তখনই ইনি ছুটি নিতেন'। ইনিও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন না। সেজন্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী যারা দলে ছিল তাদের বিরুদ্ধে আছগর খানের কান ভারি করতেন। তাছাড়া তিনি সমাজতান্ত্রিকও ছিলেন। ইসলামকে মোটেই সহ্য করতেন না। তিনি আছগর খানকে ক্ষমতা দখলের চোরাগলি দেখাতেন। ফলে আছগর খানও তার প্ররোচনায় ক্ষমতা লাভের নেশায় মদমত্ত হয়ে ওঠেন। ক্ষমতার জন্য তার যেন আর তর সইছিল না। ভুট্টোর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার যোগ্য মনে করতে থাকেন। জেনারেল যিয়াউল হক তার এই উচ্চাভিলাষ আঁচ করতে পেরে তাকে প্রধানমন্ত্রী করার লোভ দেখান। এতে তিনি যিয়াউল হকের কাছে ঘেঁষতে থাকেন। এদিকে যিয়াউল হক তাঁর ক্ষমতা নিষ্কণ্টক ও মার্শাল ল' প্রলম্বিত করার জন্য ভুট্টোর পতনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী রাজনৈতিক জোট 'পাকিস্তান কওমী ইত্তেহাদ' (Pakistan National Alliance) ভেঙ্গে যাক তা মনে-প্রাণে কামনা করছিলেন। তাই তিনি আছগর খানকে ইরান সফরে গিয়ে ইরানী প্রেসিডেন্ট রেযা শাহ পাহলভীর এন.ও.সি (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) নিয়ে আসতে বলেন। ইরান থেকে ফিরে আছগর খান 'কওমী ইত্তেহাদ'-এর সাথে 'ইস্তেকলাল পার্টির' সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেন। ফলে রাগে-ক্ষোভে-অভিমানে যহীর ইস্তেকলাল পার্টি ত্যাগ করেন। তাঁর ভাষায়, 'আমার নিকট ঐ দুঃসময়ে 'কওমী ইত্তেহাদ'-এর সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা জাতির সাথে বড় ধরনের গাদ্দারীর শামিল ছিল'।[৫৪]

সক্রিয় রাজনীতিতে থাকা অবস্থায় তিনি কখনো আপোষকামিতাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিতেন না। কোন লোভ-লালসা তাঁকে কখনো স্পর্শ করেনি। জেনারেল যিয়াউল হক তাঁকে ধর্মমন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[৫৫]

৫৪. মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫৪-৫৫।
৫৫. The Life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, P. 78.